REG. NO. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৯শে আশ্বিন বুধবার ১৩২৮ ইংরাজী 5th October 1921. | ২১শ সংখ্যা।

## বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

## জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে সংখ্যায় প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন ( টাক ) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা ; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৲ দুই টাকা চারি আনা ; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

## অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷/০ নয় আনা।

## হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

# হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

### ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

# স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত,সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি ( ১৬ দিনের উপযোগী ) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৯শে আশ্বিন বুধবার ১৩২৮ সাল।

## এসো মা আনন্দময়ি !

—•—

এসো মা আনন্দময়ি ! বৎসরান্তে আবার তোমার বৎসগণের আনন্দ-উৎস বাড়াতে একবার তোমার চরণাশ্রিত ভারতভূমে এসো মা ! মাগো ! তুমি ত প্রতিবর্ষেই একবার আমাদের দীন হীন দরিদ্র ভারতে পদার্পণ কর আর আমরাও উচ্চৈস্বরে "আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবি নমোস্তুতে" বলিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিনা ; তবে প্রার্থনা মঞ্জুর করা না করা তোমার হাত বলিয়া আজও কাম্য বস্তুর দেখা পাইতেছিনা। যে সময়ে আমরা প্রার্থনা করি তখন ঢাক ঢোলের গম্ভীর শব্দে বোধ হয় আমাদের ক্ষীণ কাতর প্রার্থনা তোমার কঠিন কর্ণে প্রবেশ করেনা। এবার বেশ মনোযোগের সহিত কর্ণপাত করিয়া দেখিও ধনীর গৃহের নানাবিধ বাদ্যধ্বনির মধ্যে কাঙ্গালের ক্ষীণকণ্ঠের রোদনধ্বনি কত মর্ম্ম-স্পর্শী সুর তোমার শ্রুতি রঞ্জন করিবে।

যখন পূজার দালানে সানাইদার সানাই যন্ত্রে গাহিবে " রণমাঝে দিগম্বরী নাচোগো, " তখন শুনিও শত শত কুটীরে অনাহার, বস্ত্রাভাব, শোক, রোগ, পীড়ন, অবিচার, অত্যাচার প্রভৃতি পৃথক পৃথক তালে পৃথক পৃথক রাগিণী গীত হইবে। তবে এই সকল দীন গৃহের করুণ রাগিণী তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবেনা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ তোমার এই সময়ের বেশ যে রণবেশ। এ বেশে কি দয়া মায়া সম্ভবে। দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরিয়া অসুর নাশে নিরতা মা রণেই মত্তা হইয়া থাক সে সময়ে ছেলের কান্না বুঝি কর্ণে প্রবেশ করেনা। যদি একবার এই বুক ফাটা ডাক তোমার কর্ণগোচর হইত তবে কি আমরা রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার সন্তান হইয়া একমুঠো অন্নের জন্য চির-পরমুখাপেক্ষী হইয়া সর্ব্ববিধ ক্লেশ সহ্য করি।

এই সর্ব্ববিধ দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও তোমার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সন্তানের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোত বহিয়া থাকে। সর্ব্ব সন্তাপ-হারিনি, সর্ব্বমঙ্গলে, মঙ্গল কর মা ! তোমার করুণা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

---

## বিলাতী কাপড় সেলাই ত্যাগ।

—০—

গয়ার দর্জ্জিরা শপথ করিয়াছে যে, তাহারা আর বিদেশী কাপড় সেলাইয়ের কাজ করিবে না।

---

সাচ্ কহেতো মারে লাঠ্ঠা ঝুটি জগৎ ভুলায় !
গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল্ বিকায় ॥
চোরকো ছোড়ে সাধ্কো বাঁধে পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কল্যুগ তেরী তামাসা দুখ লাগে আওর হাঁসি।

পথিক—ছেড়ে দাও মোরে সেপাই বাবাজী
করি নাই কোন ক্ষেতি।
সেপাই—ফিন্, সয়তানি, হামরা সাম্নে
কিয়া নেই তেঁই এথি ॥
প—ছেড়ে দাও বাবা করোনা হয়রান—
তোমার চরণে ধরি।
সে—তেরা চেহারাসে মালুম হোতা হায়
তেঁই শালা কিয়া চোরি ॥
প—পূজার কাপড় কিনিতে এসেছি
পাঁজর দিলে যে ভাঙ্গিয়া।
সে—বে পুইসামে কাপড়া পিন্হোগে
কুর্ত্তা আউর জাঙ্গিয়া ॥
প—কেবল আসিয়া সহরে ঢুকেছি
পার হ'য়ে এই মাঠটী।
সে—সোইতা দেখা, রাস্তাকা পাশ
কাহে ফিরা হ্যায় টাট্টি।
প—জলশৌচ তবে করিলাম কোথা
কাছে নাই ঘটি গারু ?
সে—তব্ শ্বশুরা মাতোয়ালা হুয়া
পি'কে যাস্তি দারু।
প—মদ খেলে পর মুখে তো আমার
থাকিত মদের গন্ধ ?
সে—গেরেব্দার কিয়া, হামারা দিল্সে
তেরা পর হুয়া সন্ধ।
প—জানিতাম আমি ব্রিটিশ রাজ্যে
হয়না যে কোন বে'আনি !
সে—ছোড় দেতেহেঁ হামরা বাস্তে
খোলো একঠো চুআনী ॥

## গোলামীর মোলায়েমী।

—:০:—

দুর্গে গো !
না জানি তোমার শ্রীচরণে দাসী
করেছে কতই ত্রুটি।
পূজোর সময় সকলে আসিবে
তাঁহার হো'ল না ছুটি ॥
অল্প মাইনে ব'লে তিনি মোরে
পারেন না নিয়ে যেতে।
দশ টাকা মোটে আমারে পাঠান
আর সব যায় খেতে ॥
শাক ভাত দুটো খেয়ে দিন কাটি
কোন রূপে কায় ক্লেশে।
সব দুখ ভুলি তাঁহারে দেখিয়া
আসেন যখন দেশে ॥
পূজোর সময় লাল জামা জুতো
খুকুরে দেবেন আনি।
এই কথা ব'লে রেখেছি ভুলা'য়ে
কাঁদে যবে খুকরাণী ॥
আসিবেনা বাবা শুনিল যখন
আজি খুকুমণি আসি।
স্ফূর্ত্তি নাইক খুকুর আমার
মুখে নাই সেই হাসি ॥
আমিত পাষাণী সহিব সকল
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া।
খুকুরাণী যবে কাঁদিবে আমার
বুঝাব তারে কি দিয়া।
সকলের মুখে আনন্দের হাসি
নিরানন্দ আমি আজ।
যে চাক্রী ক'রে এত সুখ ! বল
তাতে আর কিবা কাজ ॥
এর চেয়ে ভাল মুটেগিরি করা
ভিক্ষা বরং শ্রেয়।
পরাধীনতায় যত সুখ হোক
দরিদ্রতা চেয়ে হেয় ॥
গায়ে যে দু'খানা রাঙ তাঁবা আছে,
বেচিয়া সে কয় খান।
ব্যবসা করুন ; চরকা কাটিব
না হয় ভাঙ্গিব ধান ॥
আমার জন্য স্বামী দেশ ত্যাগী
আমারই জন্য চাকরী ;
আমারে সাজেনা প'রে থাকা গায়ে
তাগা, বালা আর মাকড়ী ॥

---

## অবকাশ প্রার্থনা।

—০—

চিরন্তন প্রথা অনুসারে ৺শারদীয়া মহাপূজা উপলক্ষে আমরা দুই সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিলাম। জঙ্গিপুর সংবাদ আবার আগামী ৯ই কার্ত্তিক প্রকাশিত হইয়া আপনাদের করকমলে উপনীত হইবে। মা সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণকে কুশলে রাখুন ইহাই প্রার্থনা।

## মহান্তের প্রাণান্ত।

—:০:—

জঙ্গিপুর সুতী থানার এলাকায় বাজিতপুর নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে সর্ব্বেশ্বর, বলরাম ও মদনমোহন নামক তিনটী সম্পত্তিশালী বিগ্রহের মন্দির অবস্থিত। মহান্ত গদিয়ানের কর্ত্তৃত্বাধানে উক্ত বিগ্রহাদির সেবা কার্য্য ও বিষয় পরিচালিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান উক্ত বিগ্রহের ভাবী মহান্ত নাবালক দশা অতিক্রম করিয়া সাবালকত্ব লাভ করিয়া গদীতে বসিতেন। ভাবী মহান্তের নাম মধুসূদন দাস। গত শনিবার বৈকালে বারবেলায় মহান্ত ঠাকুর গরুর জন্য ঘাস কাটিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় কে বা কাহারা তাঁহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া দমবন্ধ করতঃ তাঁহাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

## সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সম্মিলনে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সচিব মাননীয় সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(২)

### কলেরা।

এই সমস্যা সমাধানের উপায় বাহির করিবার জন্য এ বিষয়টা একটু তলাইয়া বুঝা দরকার। কি কি কারণে বাঙ্গলায় এত মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়াছে? কলেরা ও ম্যালেরিয়াতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাধি। আমি আপনাদিগকে তিন বৎসরের হিসাব দিতেছি :—

| | কলেরা। | ম্যালেরিয়া। |
|---|---|---|
| ১৯১৭ | ৪৫,০২১ | ৮,৮২,৭৬৮ |
| ১৯১৮ | ৮২,৩৭৯ | ১৩,৫৭,৯০৬ |
| ১৯১৯ | ১,২৪,৯৪৯ | ১২,২৯,২৫৭ |

ফলে দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে কলেরা ও ম্যালেরিয়া দুর করিতে হইবে এবং আপনারা জানেন যে দুইটাই প্রতিষেধসাধ্য ব্যাধি।

কলেরা জলজাত ব্যাধি; যে সকল স্থানে পরিষ্কার পানীয় জলের সরবরাহ হইয়াছে সে সকল স্থানে এ রোগের প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে। বড় সুখের বিষয় যে আজকাল মফঃস্বলের স্থানীয় সভা সকল ( local bodies ) পরিষ্কার জল সরবরাহের জন্য যত্নশীল হইয়াছেন। এরূপ উদ্যোগ যে প্রয়োজন তাহা আমরা সকলেই বুঝি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে টাকা কোথা হইতে আসিবে? এই সকল স্থানীয় সভার যে অতিশয় অর্থের অভাব তাহা আমরা সকলেই জানি এবং আর্থিক হিসাবে গবর্ণমেণ্টের আধুনিক অবস্থাও তত সুবিধার নহে। পাবলিক ওয়ার্কস সেসের আদায় এই সকল স্থানীয় সভার উপর অর্পিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে এই টাকা জল সরবরাহ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক বিষয়েই খরচ করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের এই দান-জামিনস্বরূপ রাখিয়া টাকা ধার করা যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে জল সরবরাহ সমস্যার সমাধানের পথে আমরা কতকটা অগ্রসর হইতে পারিব। মিউনিসিপালিটিগুলির সম্বন্ধে বলি যে তাহাদিগকে নিজেদের আয়ের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। ইহার উপর গবর্ণমেণ্ট তাহাদের টাকা দিয়া আনুকূল্য করেন এবং স্থানীয় বড় লোকেও কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন। যাহা হউক জল সরবরাহ বিষয়ে মিউনিসিপালিটি সকলের উদ্যোগও প্রসংশনীয় বলিতে হইবে। হুগলী নদীর বামকুলস্থ নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মিউনিসিপালিটিগুলির জল সরবরাহের ব্যবস্থা এখন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন এবং শীঘ্রই ঐ সকল মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি লইয়া একটা সভা করিয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

### ম্যালেরিয়া জ্বর।

এইবার ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা বলিব। ইহাই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান ব্যাধি। প্রায় ষাট বৎসর ইহা এ দেশে আসিয়াছে এবং বৎসরে বৎসরে শতসহস্র নরনারীর প্রাণসংহার করিতেছে। এ বিষয় লইয়া অনেক বিবরণী, আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে এখন কাজের সময় আসিয়াছে এবং কাজও রীতিমতভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে। এ রোগের মূল তত্ত্বানুসন্ধান আমাদের কাজের একটা অংশ; আপনারা যেন ভাবিবেন না যে বিজ্ঞান এ বিষয়ের চরম জবাব দিয়া দিয়াছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর প্রয়োজন নাই। জ্ঞানের রাজ্যসীমা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে এবং বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির সুগুপ্ত তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছেন। কাজেই ম্যালেরিয়া জ্বরসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বজায় রাখিতেই হইবে এবং এই গবেষণার ফলে যাঁহারা কার্য্যতঃ এদেশ হইতে ঐ ভীষণ ব্যাধি দূর করিবার চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের কাজের সুবিধা হইবে।

ক্রমশঃ


## টাকার অষ্টোত্তর শত-নাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধুবান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র /০ এক আনা। /১০ ছয় পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

## কেবল দেড় টাকায়
## প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন।
এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। হুয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।
৬। পিতলের শিলমোহর-পিতলের হাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩৭।৪নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

## জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

### দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাক /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

## কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

## অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

## ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল!

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

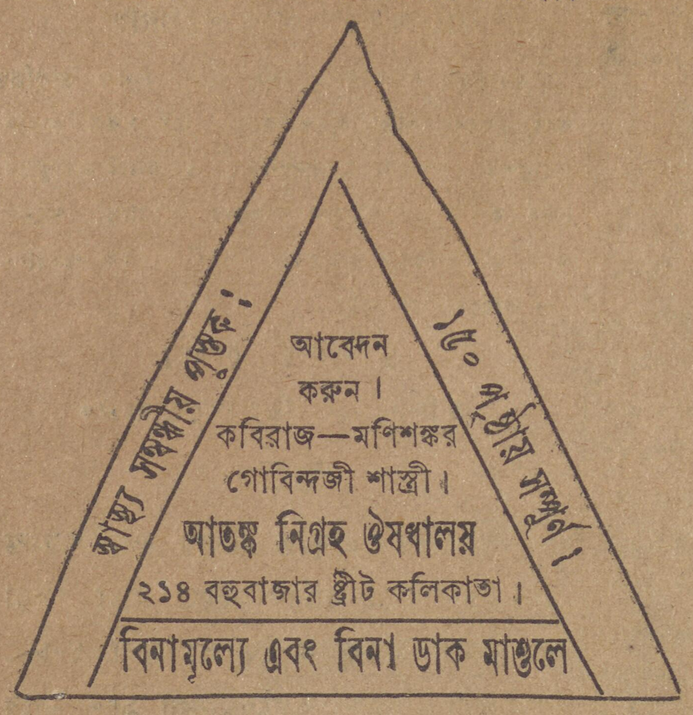

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

## আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

## ইলেক্ট্রিক সলিউসন




মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারে প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

# সুরমা

## ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

## সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

## জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

## মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

## বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।

রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

## সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল

রঘুনাথগঞ্জ